সংবাদ

তারিখ ...22 MAR 2017...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৩...

শিক্ষার মানোন্নয়ন ভাবনা

এম আর খায়রুল উমাম

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার বেড়েছে, ঝরেপড়া কমেছে, পাসের হার বেড়েছে, জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে, তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার এসেছে, জাতীয় শিক্ষানীতি ও তার ধারাবাহিকতায় শিক্ষা আইন হয়েছে। আরো অনেক কিছু শিক্ষাক্ষেত্রে পেলেও জাতি এখন শিক্ষার মানোন্নয়নের কথা বলছে। সরকারের কাছেও মানোন্নয়ন চ্যালেঞ্জে রূপ নিয়েছে। অন্তত শিক্ষামন্ত্রীর কথায় এমনটাই শোনা যায়। তবে শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে মানোন্নয়নের প্রয়োজন কিনা কেউ তা পরিষ্কার করে বলেন না। আমাদের দেশে পরস্পরের উপর দায় চাপানোর যে রীতি চলমান তা এখানে দেখা যায়। যে যার অবস্থান থেকে অন্যের উপর দায় চাপানোর প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। শেষ বিচারে কমন দায়টা শিক্ষকদের উপর থেকে যায়। শিক্ষকদের অবশ্যই দায় আছে সে ব্যাপারে কারো কোন কথা থাকতে পারে না। কিন্তু সেই দায় কতটা শিক্ষকদের কাঁধে চাপানো যাবে তা গবেষণার বিষয়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সবচাইতে দুর্বল পক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যরা সবাই প্রচণ্ডভাবে সবল। বিষয়টা পুরোপুরি উল্টো হয়ে গিয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এদেরই সবল হওয়ার কথা ছিল। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এই দুই গ্রুপের কোন সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করা হয় বলে বিশ্বাস করা কঠিন। এই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব শুধু ভার বয়ে নিয়ে চলা। কে, কখন, কি করছে তা সঠিক সময়ে এদের জানানোর প্রয়োজনও প্রায়শঃ দেখা যায় না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এই চলমান রীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন চাইলে, শিক্ষার মানোন্নয়ন চাইলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যক। রাজধানীর ঠাণ্ডা ঘরে বসে স্বপ্নে পাওয়ার মতো হঠাৎ করে পরিবর্তন পরিবর্ধন পরিমার্জন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাটা অন্ধের হাতি দেখার মতো করেই চলছে। যে হাতির কান ধরছে যে মনে করছে এখানেই সব সমস্যা। সে তার মতো করে সমস্যার সমাধান দিয়ে যাচ্ছে। আবার যে হাতির পা স্পর্শ করতে পারছে সে সেই পায়ের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সমাজও এ পথেই চলেছে। কেউ শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সমস্যা মনে করছেন, কেউ শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বা কোচিংকে সমস্যা মনে করছেন, কেউ শিক্ষকদের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, কেউ শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। আবার কেউ শিক্ষার্থীদের দারিদ্র্যকে সমস্যা মনে করছেন, কেউ শিক্ষার্থীদের পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশকে সমস্যা মনে করছেন। কেউ বার্ষিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ও তার সংখ্যাকে সমস্যা মনে করছেন। কেউ শিখন পদ্ধতিকে সমস্যা মনে করছেন। কেউ শিক্ষার্থীদের স্কুল ব্যাগের ওজন নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। কেউ নোটবই বা গাইডবই নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। দেশের বিখ্যাতজনদের চিহ্নিত সমস্যার আংশিক সমাধান লক্ষ্য করা যায়। তাতে দেশ ও জাতি শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন দেখে কিন্তু সার্বিক কোন সুফল না পেয়ে হতাশ হয়। সম্প্রতি হাইকোর্ট শিক্ষার্থীদের ব্যাগের ওজন শিশুদের বহন ক্ষমতার মধ্যে আনার এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছেন। সাধারণ মানুষ জানে এই ব্যাগ অনেক বাণিজ্যের আকর। আমাদের ক্ষমতার বলয় বিশ্বাস করে বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনকল্যাণ। এখানে শিক্ষার্থীর ব্যাগের ওজন নিয়ন্ত্রণ করে জনকল্যাণ ভাবনা কঠিন কাজ। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় হাইকোর্টের রায়ে শিক্ষার্থীর ব্যাগ হচ্ছে শিক্ষার্থীর ধারণ ক্ষমতার প্রতীক।

শিক্ষার মূল বিষয় হলো শিক্ষক দেবেন এবং শিক্ষার্থী তা গ্রহণ করবেন। আদিকাল থেকে এ ব্যবস্থাই চলে আসছে। বিগত দু'আড়াইশ' বছরের ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে প্রতিটা সরকারই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যত পরীক্ষা নিরীক্ষা করুক না কেন এ ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। আশা করা যায় অনন্তকাল ধরেই তা চলবে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যত চিন্তা ভাবনা হয়েছে সেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অপাঙ্‌ক্তেয় রয়ে গিয়েছে। নীতি নির্ধারকদের ধারণা আমাদের শিক্ষার্থীদের ধারণক্ষমতা অসীম, তাদের যা দেয়া যায় তাই তারা গ্রহণ করতে পারে। সে কারণে প্রাথমিক স্তর থেকেই বাংলাদেশি বলে বাংলা, ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলে আরবি এবং গরিব দেশের নাগরিক বলে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শিখতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই তিনটা মৌলিক ভাষা শিখতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের যে নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে তা একবারের জন্যও কেউ ভাবতে রাজি নয়। আমাদের শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতে পারছে এতেই নীতি নির্ধারকরা মসগুল। কিন্তু ভাষার চাপে যে লাখ লাখ শিক্ষার্থী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে হারিয় যাচ্ছে তা কোন বিবেচনায় নেই। বরং ভয় হয় জনগণ আমাদের সবচেয়ে বেশি ঋণ অনুদান দাতা হিসেবে কোন দিন জাপানি ভাষা প্রাথমিক শিক্ষায় আবশ্যক না হয়ে যায়। প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের ঘাড় থেকে ভাষার চাপ কমিয়ে দেয়া হলে তারা সার্বিক ভাবে ভালো করতো। অন্তত মাতৃভাষায় পোক্ত হতো। মাতৃভাষায় পোক্ত হলে অন্য ভাষা যে শিক্ষার্থীদের কাছে কঠিন নয় তার শত শত উদাহরণ আমাদের সামনে আছে।

শিক্ষা সবার জন্য কিন্তু উচ্চ মেধাবীদের জন্য এবং তা অবশ্যই দেশ ও জাতির প্রয়োজন বিবেচনায়। মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য নানা রকম ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। যোগ্যতা অনুসারে মেধাবীরা সে পথে হাঁটবে। তারা ধারণ করতে পারলে দশটা ভাষায় পারদর্শী হলে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। সাধারণ শিক্ষার্থীরা ভাষার চাপে মাতৃভাষায় দুর্বল হয়ে পড়ুক, ঝরে যাক তা কাম্য নয়। চলমান ব্যবস্থায় প্রতিটা স্তরের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠছে তা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবে। আমাদের শিক্ষার্থীরা অন্য ভাষার কথা দূরে থাক এখন বেশির ভাগই মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশে সক্ষম হচ্ছে না। স্বাধীনার চার দশক পার করে এসে রক্ত দিয়ে ভাষার মর্যাদা কেনা দেশ ও জাতির জন্য এ অবস্থা লজ্জার। এখনো সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়নি। এ অবস্থার পাশাপাশি অনেকে আন্তর্জাতিক ভাষার অবহেলাককে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়বে বলে মনে করে। দেশ-বিদেশের অগ্রসরমান জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে জাতি পিছিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু দেশ ও জাতি প্রয়োজন বিবেচনায় এবং ব্যক্তি প্রাধান্য দিয়ে দোভাষীর কাজ করার জন্য বিদেশি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তারা প্রতিনিয়ত বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান মাতৃভাষায় ভাষান্তর করে আমাদের দিতে পারে। এ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হলে মাতৃভাষা সবার কাছে সহজবোধ্য হওয়ায় অগ্রসরমান জ্ঞান-বিজ্ঞান পিছিয়ে পড়ার ভয় থাকবে না। সদিচ্ছা থাকলে এ ব্যবস্থা গড়ে তোলা কঠিন নয়। কারণ আমাদের বহু শিক্ষার্থী বিদেশে গিয়ে সে দেশের ভাষা শিখে তারপর সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে আসছে। আমরাও প্রয়োজন বিবেচনা করে বিদেশি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি।

মাউশির লার্নিং এসেসমেন্ট-২০১৫ প্রতিবেদনে দেখা যায় মাধ্যমিকে ১৮ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। বাকি শিক্ষার্থীদের ১৯ শতাংশ প্রয়োজনীয় দক্ষতার অনেক নিচের অবস্থানে রয়েছে এবং ৬৩ শতাংশ শিক্ষার্থী কোন রকমে গড় মান অর্জন করে মাধ্যমিকের বেড়া পার হচ্ছে। এই প্রতিবেদনেই ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বাংলায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সক্ষম ২২ শতাংশ, গড় মান অর্জনে সক্ষম ৬৪ শতাংশ ও দক্ষতা অর্জনের অনেক নিচে ১৪ শতাংশ এবং ইংরেজিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সক্ষম ১৯ শতাংশ, গড় মান অর্জনে সক্ষম ৭২ শতাংশ ও দক্ষতা অর্জনের অনেক নিচে ৯ শতাংশ। সরকারি হিসেবে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলায় দক্ষতা অর্জন করছে মাত্র ২২ শতাংশ। মাধ্যমিকের এসব শিক্ষার্থীর অর্জনে মাউশির একটা দায় আছে। সেটা বিবেচনায় নিলে পরিসংখ্যানের অবস্থা আরো করুণ বলে অনেকে মনে করেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায় মিথ্যা তিন রকম লাই, ড্যাম লাই এবং স্ট্যাট্রিক্স হলেও মাউশির প্রতিবেদনকে বিশ্বাস করি তাহলেও প্রশ্ন আসে অষ্টম শ্রেণী শেষ করা ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ কেন? তবে শিক্ষার্থীরা দক্ষতা অর্জনে বাংলার চাইতে ইংরেজিতে খুব পিছিয়ে নেই। আর সবচাইতে মজার বিষয় এই প্রতিবেদনে উঠে এসেছে তা হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার চাইতে গড় মানে মাদ্রসা শিক্ষা খুব একটা পিছিয়ে নেই।

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা না থাকায় তার কোন প্রতিবেদন মাউশি তৈরি করেনি। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রচলিত ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা দেশে চলমান তাই তারও মূল্যায়ন করা জরুরি। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষাকে সরকার তুলে এনেছে তাতে মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব পাচ্ছে বলেই প্রতীয়মান। সরকার মুখে যাই বলুক না কেন মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশে এবং মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। শুধু তাই নয় সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা বিকাশের জন্য বিশেষ আন্তরিক ভূমিকা পালন করছে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। সম্প্রতি পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন এমনই ইঙ্গিত করে। মানুষের চিন্তা, চেতনা সুকুমার বৃত্তি ও সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ সাধন ও ক্রমবিকাশ করে মনুষ্যত্ব মানবিকতার উচ্চাসনে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম যদি শিক্ষা হয় তাহলে বর্তমান পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জনকে আমরা কি বলবো? তার উপর বর্তমান সরকার সংবিধানকে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে রেখে মসনদে বসে দেশ পরিচালনা করছে। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে শিক্ষা সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা হচ্ছে– রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। আমাদের এগার ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা কি সংবধিান অনুমোদন করে? জানি না বিশ্বের কোন সভ্য দেশে শিশুদের জন্য একাধিক শিক্ষা প্রণালী পরিচালনা হয় কিনা?

শিক্ষা মানোন্নয়ন ভাবনার ক্যানভাসটা বিশাল। তাই আজকের ভাবনাটা অন্ধের হাতি দেখার মতো নয় এমন দাবি করা যাবে না। তবে বর্তমানে শিক্ষা মানোন্নয়ন যে দেশ ও জাতির জন্য খুব জরুরী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে সরকারের শতভাগ পাশের প্রকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাব ফেলেছে। বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ হলেও মাউশির প্রতিবেদনের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বেহাল দশার কথা সবাই জানে। কিন্তু দেশ ও জাতির কল্যাণ বিবেচনায় মাধ্যমিকের ৮০ শতাংশ মানহীন শিক্ষার্থীদের মানসম্মত করা গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য শিক্ষা বিভাগ দেশে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ গুণীজনের মতামতে ও কঠোর পর্যবেক্ষণে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যসূচি পরিমার্জন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সময় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে একটা ক্র্যাশ প্রোগ্রাম নিতে পারে। তবে মানোন্নয়নের কাজটা শুরু করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে কারণ এখানকার অবস্থা মাধ্যমিক শিক্ষার চাইতে ভালো নয়।